হারায়ে পাই ফিরে ফিরে,
দেখা আমার তোমার সাথে
নূতন করে নূতন প্রাতে ॥

(৩)

ঐ অমল হাতে রজনী প্রাতে
আপনি জ্বালো
এই ত আলো—
এই ত আলো।
এই ত প্রভাত, এই ত আকাশ,
এই ত পূজার পুষ্প বিকাশ,
এই ত বিমল, এই ত মধুর,
এই ত ভালো—
এই ত আলো—
এই ত আলো।
আঁধার মেঘের বক্ষে জেগে
আপনি জ্বালো
এই ত আলো—
এই ত আলো।
এই ত ঝঞ্ঝা তড়িৎ-জ্বালা,
এই ত দুঃখের অগ্নিমালা,
এই ত মুক্তি, এই দীপ্তি,
এই ত ভালো—
এই ত আলো—
এই ত আলো।

(৪)

এত আলো জ্বালিয়েছ এই গগনে
কি উৎসবের লগনে ?
সব আলোটি কেমন করে
ফেল আমার মুখের পরে
আপনি থাক আলোর পিছনে ॥
প্রেমটি যে দিন জ্বালি হৃদয়-গগনে
কি উৎসবের লগনে—
সব আলো তার কেমন করে
পড়ে তোমার মুখের পরে
আপনি পড়ি আলোর পিছনে।

(৫)

না বাঁচাবে আমায় যদি
মারবে কেন তবে ?
কিসের তরে এই আয়োজন
এমন কলরবে ?
অগ্নিবাণে তূণ যে ভরা,
চরণ ভরে কাঁপে ধরা,
জীবনদাতা মেতেছ যে
মরণ মহোৎসবে।
বক্ষ আমার এমন করে'
বিদীর্ণ যে কর
উৎস যদি না বাহিরায়
হবে কেমনতর ?
এই যে আমার ব্যথার খনি
জোগাবে ঐ মুকুট মণি,
মরণ-দুখে জাগাব মোর
জীবন বল্লভে ॥

(৬)

সহজ হবি, সহজ হবি,
ওরে মন, সহজ হবি।
কাছের জিনিস দূরে রাখে
তার থেকে তুই দূরে রবি।
কেন রে তোর দু'হাত পাতা,
দান ত না চাই, চাই যে দাতা,
সহজে তুই দিবি যখন
সহজে তুই সকল লবি।

সহজ হবি, সহজ হবি
ওরে মন সহজ হবি
আপন বচন-রচন হতে
বাহির হয়ে আয়রে কবি।
সকল কথার বাহিরেতে
ভুবন আছে হৃদয় পেতে,
নীরব ফুলের নয়ন-পানে
চেয়ে আছে নীরব-রবি ॥